গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
৩৬ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণী, রমনা, ঢাকা-১০০০

স্মারক নং- ৩২২ (৫০) জনসংযোগ/ডিএমপি তারিখঃ-০৩/০৭/১০ খ্রি.

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদপত্রে রমনা, গুলশান ও দারুস সালাম থানা এলাকায় সংঘঠিত তিনটি মৃত্যুর ঘটনার বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদসমূহ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নজরে এসেছে। প্রকাশিত সংবাদসমূহ সঠিক তথ্যভিত্তিক নয় এবং অতিরঞ্জিত। এ বিষয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের বক্তব্য নিম্নরূপ।

গত ০২/০৭/১০ খ্রি. সকাল ০৮.৩০ টায় সময় ডিএমপি'র দারুস সালাম থানার বাগবাড়ী নামক স্থানে তুরাগ নদীর তীর হতে জনৈক মজিবর রহমান পিতা-ইব্রাহিম ওরফে ইউনুছ আলী সাং-২২৩/১ বাজারপাড়া, থানা-দারুস সালাম এর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখমের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। মৃতের পিতা ইব্রাহিম ওরফে ইউনুছ আলী বাদী হয়ে ১। মহিবুল ২। কাজল এবং ৩। নয়নকে আসামি করে এজাহার দায়ের করলে দারুস সালাম থানার মামলা নং-০৩ তারিখ-০২/০৭/১০ ধারা-৩০২/২০১/৩৪ দঃ বিঃ রুজু হয়। এজাহার নামীয় আসামি মহিবুল এবং কাজলকে গ্রেফতার করেছে দারুস সালাম থানা পুলিশ।

গত ০১/০৭/১০ খ্রি. আনুমানিক ০১.০০ টায় গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ কামাল উদ্দিন গোপন সংবাদ পান যে, উক্ত থানাধীন বনানী গুলশান সংযোগ সেতুর পশ্চিম পার্শ্বে একটি এ্যালিয়ন প্রাইভেট কারযোগে কতিপয় ডাকাত ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছে। উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে সংগীয় অফিসার ও ফোর্সসহ অভিযান পরিচালনাকালে ডাকাতরা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশ দুটি গাড়িযোগে ধাওয়া করে বনানী ৪২ নং রোডের ৩৮ নম্বর বাড়ির সামনে রাস্তায় দুদিক থেকে বেরিকেড দিলে গাড়ি হতে ডাকাতরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। পুলিশও আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি ছুড়ে। গোলাগুলির এক পর্যায়ে আসামি মানিকের বাম পায়ে এবং আসামি মিজানের দু'পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়। অপরদিকে কনস্টেবল আব্দুল মালেক ও কনস্টেবল শহিদুল্লা আহত হয়। ডাকাত ১। মোঃ আসলাম (৩৫) ২। মোঃ জালাল (২৮) এবং গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ৩। মানিক (৪০) ও ৪। মিজান (৩৫)কে গ্রেফতার করে পুলিশ। আসামি মানিকের ডান হাতে থাকা ম্যাগাজিন যুক্ত একটি পিস্তল ও ৪ রাউন্ড গুলি এবং তাদের ব্যবহৃত এ্যালিয়ন প্রাইভেট কারটি উদ্ধার করা হয়। তাদের সহযোগি অপর আসামিরা গুলি ছুড়তে ছুড়তে পালিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ ডাকাত মানিক ও মিজানকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সকাল ০৭.৩৩ টায় মিজান (৩৫) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। ঘটনা সংক্রান্তে ধৃত আসামিদের বিরুদ্ধে গুলশান থানার মামলা নং-০৪ তারিখ-০১/০৭/১০ খ্রি. ধারা-৩৯৯/৪০২ দঃ বিঃ, মামলা নং-০৫ তারিখ-০১/০৭/১০ খ্রি. ধারা-১৯৭৮ সনের অস্ত্র আইনের ১৯-এ এবং মামলা নং-০৮ তারিখ-০১/০৭/১০ খ্রি. ধারা-৩৫৩/৩৩২/৩০৭/৩৪ দঃ বিঃ রুজু করা হয়েছে।

গত ২৮/০৬/১০খ্রি. ২৩.৩০ টায় রমনা থানার এসআই মোঃ আলতাফ হোসেন এর নেতৃত্বে একটি দল টহল ডিউটি করাকালে রমনা থানাধীন টিএন্ডটি কলোনীর উত্তর পাশে নয়াটোলা রাস্তার মোড় হতে রমনা মডেল থানার মামলা নং-৩৬, তারিখ-১৭/০৬/১০ খ্রি. ধারা-৩৭৯/৪১১ দঃ বিঃ এর চোরাইকৃত সিএনজি ঢাকা মেট্রোঃ ঘ-১৩-০০৪১ উদ্ধার করেন। চোরাইকৃত সিএনজির কথিত মালিক মোঃ বাবুল গাজী (৪০) পিতা-মৃত রুপাই গাজী, সাং-জালালপুর সরদারকান্দী, থানা ও জেলা-মাদারীপুরকে চোরাই গাড়ি সংক্রান্তে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে রাস্তায় পরে মাথায় আঘাত পান। স্থানীয় লোকজনের সহযোগীতায় তাকে ২৩.৪৫ টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে হাসপাতালে রাত ১২.১৫ টায় মারা যায়। উল্লেখিত আসামি পুলিশ হেফাজত হতে পালানোর চেষ্টা করায় তার বিরুদ্ধে রমনা মডেল থানার মামলা নং-৫৮ তারিখ-২৯/০৬/১০ খ্রি. ধারা-২২৪ দঃ বিঃ এবং মৃত্যু সংক্রান্তে রমনা মডেল থানার অপমৃত্যু মামলা নং-২০ তারিখ-২৯/০৬/১০ খ্রি. রুজু করা হয়েছে।

উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে পুলিশ। অভিযোগের বিষয় অনুসন্ধানের লক্ষ্যে তিনটি ঘটনার ক্ষেত্রেই ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ হতে পৃথক পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে কোন পুলিশ সদস্যের বিধি বর্হিভূত কার্যকলাপ, অসদাচারণ বা অসৎ উদ্দেশ্যের প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় বিভাগীয়/ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এমতাবস্থায় অতিরঞ্জিত বা অনুমান নির্ভর কোন প্রচারণা না করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করা হল।

৩/৭/১০

অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার
মিডিয়া এন্ড কমিউনিটি সার্ভিস
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।